পরিবর্তন সাধনকারী ঈশ্বর

(God, who Changes Us)

আদিপুস্তক ৪৩ অধ্যায় ৯-১৪ পদ

আজ আবার আমরা আদিপুস্তক থেকে যোষেফের বিষয় শিখতে চলেছি। এর আগে ৪২ অধ্যায়ে আমরা যোষেফের দাদাদের দেখেছি, যারা দুর্ভিক্ষের কারণে খাদ্যের সন্ধানে কনান থেকে মিসরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। তারা মিসরের প্রধানমন্ত্রী যোষেফের কাছে খাদ্যশস্য ক্রয় করতে এসেছিল। এই সময় যোষেফ যদিও তার দাদাদের চিনতে পেরেছে, কিন্তু ২০ বৎসর পর অভিজাত মিসরীয় পোষাকে সজ্জিত যোষেফকে তার দাদারা চিনতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা যোষেফকে একজন মিসরীয় জ্ঞান করেছে, কারণ একজন দোভাষীকে ব্যবহার করে যোষেফ তাদের সঙ্গে কথা বলেছে। আমরা আরও দেখেছি, যোষেফ কেবল তার প্রতি তার দাদাদের **পাপকে ক্ষমা** করতে চায় না, যোষেফ তাদের সঙ্গে **স পর্ক মিটামাট** করতে চায়, পুনরায় এক পরিবারের সন্তান হিসাবে তাদের ভালোবাসতে চায়, তাদের উপর আস্থা ফিরে পেতে চায়। আর তাই, তারা কি তাদের পাপের জন্য সত্যিই অনুতপ্ত, যোষেফ তা যাচাই করতে চায়। আবার, যোষেফ তার বৃদ্ধ পিতা যাকোব ও তার সহোদর বিন্যামীনের কুশল জানতে চায়। দাদারা যোষেফকে তাদের কুশলের কথা বললেও, যোষেফ নিশ্চিত হতে চায়। আর তাই শিমিয়নকে বন্দি রেখে তার দাদারা বাড়ি থেকে বিন্যামীনকে মিসরে আনতে যোষেফের কাছে অঙ্গীকার করে দেশে ফেরেছে।

এ সবই ঘটেছে সেই পরিবারে, যে পরিবারের প্রতি ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করে যাকোবকে এমন কথা বলেছিলেন, ***"তোমার থেকে এক জাতি, এমনকী, জাতিসমাজ*** *(Hb. Qahal, Church)* ***উৎপন্ন হবে"*** (৩৫:১১)। এর অর্থ, যাকোবের বংশধররা ঐক্যবদ্ধ হয়ে শান্তিতে বসবাসকারী ভ্রাতৃসমাজ গড়ে তুলবে, পৃথিবীর মাটিতে ঈশ্বর-বিশ্বাসীদের গোষ্ঠী, তথা মণ্ডলী গড়বে। কিন্তু যোষেফের প্রতি পিতা যাকোবের পক্ষপাতিত্ব, দাদাদের অপকর্মের বিষয় পিতার কাছে যোষেফের নালিশ, এবং যোষেফের প্রতি তার দাদাদের ভয়ঙ্কর ঘৃণা, শত্রুতা ও ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ ঈশ্বরের সেই প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে চুরমার হবার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু আমাদের ঈশ্বর যা প্রতিজ্ঞা করেন, তা তিনি নিজের ক্ষমতায় পূর্ণও করে থাকেন, মানুষের উপর তাঁকে নির্ভর করতে হয় না। তাই, যোকোবের পরিবারে পুনরায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে ঈশ্বর যে পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন, তা মানুষ আমরা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারি না। তিনি মিসর, তথা তার পার্শবর্তী সমস্ত দেশে দুর্ভিক্ষ পাঠালেন। আর এর দ্বারা একদিকে, তিনি যোষেফকে মিসরের প্রধানমন্ত্রীর পদে পদাম্বিত করলেন; এবং অন্যদিকে, তার দাদাদের কনান থেকে মিসরে নিয়ে আসলেন। দাদাদের চিনতে পেরে যোষেফ তৎক্ষণাৎ তাদের কারাগারে বন্দি করে প্রতিশোধ নিতে পারত। কিন্তু ঈশ্বর তা ঘটতে দিলেন না; পরিবর্তে, তিনি তাঁর পরিকল্পনায় যোষেফকে তার পিতার সঙ্গে পুনরায় মিলিত করতে চলেছেন, তার দাদাদের সঙ্গে যোষেফের স পর্ক মিটমাট করতে চলেছেন। যাকোবের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা, তথা বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ পরিবারের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে চলেছেন। আজ আমরা এই পরিবারের অন্যতম সদস্য, যোষেফের দাদাদের ও যাকোবকে দেখব। আগামী সপ্তাহে আমরা যোষেফকে দেখব।

ক। যোষেফের দাদারা: ৪২ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, যোষেফের দাদারা যখন শস্যের সন্ধানে মিসরে এসেছিল, তখন যোষেফ গুপ্তচর আখ্যা দিয়ে তাদের প্রতি খুবই কর্কশ ব্যবহার করেছিল। আবার শিমিয়নকে মিসরের কারাগারে বন্দি রেখে বিন্যামীনকে মিসরে আনবার অঙ্গীকার করতে যোষেফ তাদের বাধ্য করেছিল। যোষেফ অবশ্য তাদের প্রতি সহৃদয়তাও প্রদর্শন করেছিল, কারণ গোপনে তাদের প্রত্যেকের বস্তায় শস্যের মূল্য সে ফেরত দিয়েছিল। লক্ষ্য করার বিষয় হল, দাদাদের প্রতি যোষেফের কর্কশ ব্যবহার যা করতে পারেনি, তাদের প্রতি যোষেফের সহৃদয়তা তা করতে সক্ষম হয়েছিল। বাড়ি ফেরার পথে যখন তাদের একজন তার বস্তা খুলে শস্যের মূল্য দেখতে পেয়েছিল, তখন সকলে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এমন কথা বলেছিল, ***"ঈশ্বর আমাদের প্রতি এ কী করলেন?"*** (৪২:২৮)। এই প্রথম আমরা যোষেফের দাদাদেরকে ঈশ্বরের নাম নিতে দেখি। আর এর থেকে স্পষ্ট যে, ইতিমধ্যেই তাদের মধ্যে পরিবর্তন শুরু হয়েছে।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

কিন্তু শিমিয়নকে হারিয়ে, ও টাকা সমেত শস্য নিয়ে ফিরে আসতে দেখে যোষেফের দাদাদের প্রতি তাদের পিতা যাকোবের সন্দেহ বেড়ে যায়। ২০ বৎসর আগে যখন যাকোব যোষেফকে হারিয়েছিল, তখন যেমন সে তাদের সন্দেহ করেছিল, এখানেও যাকোবের মনে সেই সন্দেহ তৈরী হয়। আর তাই, যখন দ্বিতীয়বার মিসরে গিয়ে শস্য আনার সময় উপস্থিত হল, তখন বিন্যামীনকে তাদের সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা শুনে যাকোব বেঁকে বসল। কিন্তু এর ফলে শিমিয়নের কনানে ফিরে আসার সম্ভাবনাকে জলাঞ্জলি দেবার উপক্রম হল। ধরা যেতে পারে, *"বিন্যামীন যাবে না,"* এই কথা যাকোব বারংবার তার সন্তানদের শুনিয়েছে। যাকোব হয়ত ভেবেছিল, এইভাবে টালবাহানা করতে করতে দুর্ভিক্ষ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তার বিপরীতে ৪৩:১ পদে বলা হয়েছে, ***"দেশে অতিশয় দুর্ভিক্ষ হল।"*** এ কথার অর্থ, দুর্ভিক্ষ শেষ হবার পরিবর্তে আরও মারাত্মক আকার নিল। এদিকে মিসর থেকে আনা শস্য যখন শেষ হতে বসল, অগত্যা যাকোব তার সন্তানদের পুনরায় মিসরে গিয়ে শস্য আনতে আদেশ করল। কিন্তু বিন্যামীনকে তাদের সঙ্গে না পাঠাতে যাকোব নাছোড়বান্দা। তখন যিহূদা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে যাকোবকে বোঝাল যে, বিন্যামীনকে সঙ্গে না নিয়ে গেলে তারা যে উদ্দেশ্যে সেখানে যাচ্ছে, অর্থাৎ শস্যক্রয় ও শিমিয়নকে উদ্ধার, দুটোই ব্যর্থ হবে; কারণ ***"সেই ব্যক্তি"*** তাদের মুখ পর্যন্ত দেখবে না। এই সময় যাকোব ও যিহূদার মধ্যে কী কথা হয়েছিল, আসুন, তা দেখি। যাকোবের চিন্তা হল, যোষেফের দাদারা বিন্যামীনের বিষয় মিথ্যা বললে তাদের এমন সমস্যার মুখোমুখি হতে হত না। যাকোব হলে তাই-ই করত, কারণ সেটাই যাকোবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই যাকোব এমন কথা বলেছে, ***"সেই ব্যক্তিকে কেন বলেছ যে, তোমাদের আর এক ভাই আছে?"*** (৪৩:৬)। এই কথা থেকে যাকোবের যে বক্তব্য স্পষ্ট, তা হল, বিন্যামীনের বিষয় সেই ব্যক্তিকে তাদের মিথ্যাকথা বলা উচিৎ ছিল। সমস্যা এড়াবার উদ্দেশ্যে, মিথ্যা কথা না বলায় পিতা সন্তানদের দোষ দিচ্ছে। যোষেফের দাদারা হয়ত তাদের জীবনে এই প্রথম কঠিন পরিস্থিতিতে সত্য কথা বলেছে; কিন্তু তাদের সেই সত্য সাক্ষ্য তাদেরকে এমন সমস্যার মুখে ফেলেছে। ভাগ্যের কি পরিহাস, বলে আমরা ভাবতে পারি। কিন্তু সত্যিই কি তাই? তারা যদি তাদের পিতার চিন্তা মতো সেই ব্যক্তিকে মিথ্যা কথা বলত, তাহলে সেই ব্যক্তি কি তাদের কথায় বিশ্বাস করত? সেই ব্যক্তি তো তাদের ভালো করেই জানে, সেই ব্যক্তি যে তাদেরই এক ভাই। তাদের মিথ্যাচার দেখে, তাদের যে কোনও পরিবর্তন হয়নি, তা উপলব্ধি করে, যোষেফ হয়ত তাদের তাড়িয়ে দিতে পারত, কিংবা কারাগারে নিক্ষেপ করতে পারত।

যাইহোক, বিন্যামীনকে তাদের সঙ্গে পাঠাতে যাকোব নারাজ হলে, যিহূদা তাকে এমন কথা বলেছে, ***"আমিই তার (বিন্যামীনের) জামিন হলাম, আমারই হাত থেকে তাকে নিও, আমি যদি তোমার কাছে তাকে না আনি, তোমার সামনে তাকে উপস্থিত না করি, তবে আমি যাবজ্জীবন তোমার কাছে আপরাধী থাকব"*** (৪৩:৯)। ৩৭ অধ্যায়ে আমরা যিহূদাকে দেখেছিলাম, যোষেফকে বিদেশীদের কাছে বিক্রি করার বিষয় তার মাথাই সবার আগে কাজ করেছিল। আবার, ৩৮ অধ্যায়ে আমরা এই যিহূদাকে দেখেছিলাম, তামরের সঙ্গে রাত কাটাতে তার মোহর, সূত্র ও লাঠি **বন্ধক (জামিন)** রেখেছিল। পূর্ববর্তী উভয় ঘটনায় যিহূদা স্বার্থপর ভাবে নিজের ইচ্ছা চরিতার্থ করেছিল; কিন্তু এখানে আমরা যিহূদাকে দেখতে পাচ্ছি, সে নিজের ক্ষতি স্বীকার করে শিমিয়ন, বিন্যামীন ও পরিবারের অন্য সকলের স্বার্থ চেষ্টা করছে। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি, ঈশ্বর যিহূদার মধ্যে তাঁর কাজ করতে শুরু করেছেন, যিহূদা পরিবর্তীত হতে শুরু করেছে।

আমার-আপনার জীবনেও অনেক ভেঙ্গে-যাওয়া স পর্ক থাকতে পারে। আমরা সবাই সেই সমস্ত স পর্কের উন্নতি আশা করি। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন উভয় পক্ষের মানুষের পরিবর্তন। কিন্তু অনেক সময় যে ভুল আমরা করে থাকি, তা হল, যারা আমাদের বিরুদ্ধে কোনও আপরাধ করেছে, আমরা তাদের স পূর্ণ পরিবর্তন আশা করি। তা না হলে, আমরা কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে রাজি হই না। কিন্তু আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, পরিবর্তন হল এক ধরণের প্রক্রিয়া, যা ঘটতে সময় লাগে। তাই, সেই প্রক্রিয়ায় আমরা যখন কোনও ইতিবাচক ছোট পদক্ষেপকে দেখতে পাই, তখন আমাদের উচিৎ তা স্বীকার করা; যদিও জানি যে তা সূচনা মাত্র, এখনও অনেক পথ যেতে হবে। আবার, অনেক সময় আমাদের নিজেদেরই প্রয়োজন পরিবর্তিত হওয়া। আমরাই আমাদের চারপাশের মানুষের বিরুদ্ধে পাপ

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

করেছি, এবং ক্রমশ পাপ করে চলেছি। কিন্তু সত্য হল, আমরা নিজেরা নিজেদের পরিবর্তিত করতে পারি না। তাই, সবার আগে যীশুতে বিশ্বাসে তাঁর আত্মার শক্তিতে আমাদের হৃদয়ের পরিশুদ্ধির প্রয়োজন। আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁর বাক্য ও আত্মার দ্বারা আমাদের হৃদয়ের পরিশুদ্ধির কাজ ধীরে ধীরে হয়ে থাকে।

খ। যাকোব: এর আগে আমরা দেখেছি, এই পরিবারে এত অশান্তির পেছনে অন্যতম মূল কারণ ছিল যাকোবের বিষাক্ত মুখাপেক্ষা। আবার এখানে, সেই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শান্তি-স্থাপনে অন্যতম প্রধান বাধা হয়েছে সেই যাকোবেরই মুখাপেক্ষা। এর আগে ছিল যোষেফের প্রতি তার মুখাপেক্ষা, আর এখানে আমরা দেখছি, বিন্যামীনের প্রতি তার মুখাপেক্ষা। বিন্যামীনের প্রতি মুখাপেক্ষার কারণে, যাকোব তাকে মিসরে না পাঠাতে ছিল নাছড়বান্দা। কিন্তু তার অর্থ ছিল মিসরে শিমিয়নের চিরকাল বন্দিত্ব। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি, পিতা যাকোবের কাছে তার অন্য ছেলেদের মূল্য ছিল অতি সামান্য। কিন্তু এ সমস্তের পেছনে যাকোব প্রাথমিক ভাবে কেবল নিজের জন্যই চিন্তা করেছে। শিমিয়নকে হারিয়ে এবং বিন্যামীনকে হারাবার আশঙ্কায় যাকোব এমন কথা বলেছিল, *"তোমরা আমাকে পুত্রহীন করেছ, যোষেফ নেই, শিমিয়ন নেই, আবার বিন্যামীনকেও নিয়ে যেতে চাইছ, এ সকলই আমার প্রতিকূল"* (৪২:৩৬)। আবার যিহূদাকে জামিন হতে দেখে যাকোব যখন অগত্যা বিন্যামীনকে সঙ্গে নিয়ে তার ছেলেদের মিসরে যেতে দিয়েছিল, তখন তাদের উদ্দেশে যাকোব যে শেষ কথা উচ্চারণ করেছিল, তা হল, *"... আর যদি আমাকে পুত্রহীন হতে হয়, তবে পুত্রহীন হলাম"* (৪৩:১৪)। যাকোবের এই কথার পরিণাম যে কতখানি গুরুতর, তা হয়ত যাকোব চিন্তা করেনি; কারণ যাকোবকে যদি পুত্রহীন হতে হয়, তার অর্থ তার সন্তানদের মৃত্যু। ঈশ্বর যাকোবের জীবনে অনেক অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন, তথাপি যাকোব সেই গর্বমনা, আত্ম-কেন্দ্রিক থেকে গেছে। এতদিন ধরে যাকোব কী শিখেছে? নিজের ক্ষমতায় (প্রতারণার দ্বারা) দাদার জ্যেষ্ঠাধিকার অর্জনে যাকোব ব্যর্থ হয়ে, মামা লাবণের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়ে কিংবা যব্বোক নদীর পাড়ে ঈশ্বরের সঙ্গে লড়াই করে, যাকোব কী শিখেছে? এই সমস্ত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ঈশ্বর যাকোবকে যে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন, তা হল, **হাজার চেষ্টা করেও নিজের ক্ষমতায় যাকোব কখনও তার পরিবারের মঙ্গল করতে পারে না**। তথাপি, তার প্রতি ঈশ্বরের সার্বভৌম অনুগ্রহ যাকোবের হৃদয়কে এখনও অধিকার করতে পারেনি।

এখানে, যাকোব যদিও বিন্যামীনকে হারানোর ভয় পাচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে যাকোবের জন্য ঈশ্বর অন্য পরিকল্পনা করে রেখেছেন। তিনি বিন্যামীনকে মিসরে নিয়ে গিয়ে যাকোবের কাছে যোষেফকে ফিরিয়ে দিতে চলেছেন, যাকে যাকোব মৃত জ্ঞান করেছিল। আর এর দ্বারা ঈশ্বর যাকোবের মধ্যে যে পরিবর্তন আনতে চলেছেন, তা হল, রাহেলের ছেলেদের প্রতি যাকোবের যে বিষাক্ত মুখাপেক্ষা ছিল, যা তার জীবনে প্রতিমা হয়েছিল, তা থেকে যাকোব যেন মুক্ত হয়। রাহেলের গর্ভজাত দুই পুত্র যে যাকোবের কাছে প্রতিমায় পরিণত হয়েছিল, তা তার কথা থেকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই। যোষেফকে হারিয়ে যাকোব কেবল দুঃখ করা নয়, কিন্তু এমন আচরণ করেছে যে মনে হয়েছে, সে কিছুতেই সান্ত্বনা পাবে না, *"আমি শোক করতে করতে পুত্রের কাছে পাতালে নামব"* (৩৭:৩৫)। আবার, শিমিয়নকে মিসরের বন্দিত্ব থেকে ফিরিয়ে আনতে যোষেফের দাদারা যখন বিন্যামীনকে মিসরে নিয়ে যাবার কথা যাকোবকে প্রথম বলেছিল, তখনও যাকোব এমন কথা বলেছে, *"আমার পুত্র তোমাদের সঙ্গে যাবে না, কারণ তার সহোদর মরে গেছে, সে একা আছে; তোমরা যে পথে যাবে, সেই পথে এর যদি কোনও বিপদ ঘটে, তবে শোকে এই পাকা চুলে আমাকে পাতালে নামিয়ে দেবে"* (৪২:৩৮)। এই কথার অর্থ, যাকোবের কাছে যোষেফ ও বিন্যামীনহীন জীবন হল পাতাল বাসের সমান: আশাহীন, ছায়ার ন্যায় অস্তিত্ব, যার নেই কোনও অর্থ বা উদ্দেশ্য।

এর আগে ৩৫:৪ পদে আমরা দেখেছিলাম, পদ্দন-অরাম থেকে নিয়ে আসা কাঠ-পাথরের প্রতিমাদের যাকোব কনানে প্রবেশ করে শিখিমের মাটিতে কবর দিয়েছিল। আর এখানে, যাকোবের জীবনের যোষেফ ও বিন্যামীন নামক দুই প্রতিমাকে ঈশ্বর কবর দিতে চাইছেন। আর তা করতে, ঈশ্বর যাকোবের কাছ থেকে যোষেফ ও বিন্যামীনকে সংগ্রহ করতে চলেছেন, যেন তিনি তাদের পরিশুদ্ধ করে ফিরিয়ে দিতে পারেন। যাকোবের কাছ থেকে তার সমস্ত সন্তান যখন মিসরে যাবে, যাকোব যখন কনানে একা থাকবে, তখন যাকোব কেবল ঈশ্বরে আস্থা রাখতে বাধ্য হবে। ঈশ্বর অব্রাহাম ও তার বংশের প্রতি

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন (আকাশের তারাদের ন্যায়, সমুদ্রের বালির ন্যায় তার বংশধর হবে), তার পূর্ণতায় যাকোব যেন নিজের ক্ষমতায় নয়, কিন্তু ঈশ্বরে আস্থা রাখে। যাকোবের ১২ ছেলেই মিসরে গেছে, যাকোব একা কেবল কনানে বসে তাদের ফিরে আসার দিন গুনছে। এমন পরিস্থিতিতে যাকোব ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাসে পথ চলেতে বাধ্য হয়েছে। বৃদ্ধ বয়সে এমন পরিস্থিতিতে যাকোবের সান্ত্বনা পাবার একমাত্র উপায় হল ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা।

আমাদের জীবনেও যাকোবের মতো অনেক প্রতিমা আছে, যাদেরকে আমরা এতখানি আঁকড়ে ধরি যে, মনে হয়, তাদের ছাড়া আমাদের জীবনের কোনও অর্থ নেই, কোনও মূল্য নেই। অনেক সময় আমরা ঈশ্বরের কাছে এমন প্রার্থনা করে থাকি, *"আমাকে এই বিষয়টি দিতেই হবে, তা না হলে, আমার জীবনের কোনও মূল্য নেই!''* আপনার জীবনে সেই বিষয়টি কী? তা কি কোনও বিশেষ স পর্ক? না কি একটি পরিবার গড়ার আশীর্বাদ? না কি আপনার একটি চাকুরির প্রয়োজন? কিংবা শারিরীক সুস্থতা? না কি আপনি আপনার সেই স পর্কে উন্নতি চাইছেন? না কি আপনার কর্মস্থলে সমস্যা থেকে মুক্তি চাইছেন? কিংবা এমন পরিবার চাইছেন, যা আপনাকে কষ্ট দেবে না? লক্ষ্য করার বিষয় হল, এদের মধ্যে কোনটাই মন্দ ইচ্ছা নয়, আমরা তাদের আশা করতেই পারি। সুস্বাস্থের অধিকারী হবার ইচ্ছার মধ্যে কোনও সমস্যা নেই। একটা ভালো চাকরি পাবার ইচ্ছার মধ্যেও কোনও দোষ নেই। শান্তিপূর্ণ পরিবার ইচ্ছা করার মধ্যেও কোনও সমস্যা নেই। যাকোব যে তার সন্তানদের ভালোবেসে কিছু ভুল করেছে, তা-ও নয়। কিন্তু যাকোবের মধ্যে আমরা যে সমস্যাকে দেখতে পাই, তা হল, যোষেফ ও বিন্যামীনের প্রতি যাকোবের অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা। তাদেরকে ছাড়া যাকোব নিজের জীবনকে পাতাল বাসের সমান জ্ঞান করেছে। তাদের অনুপস্থিতিকে যাকোব মৃত্যুর সমান জ্ঞান করেছে। এর অর্থ, ঈশ্বরে বিশ্বাস করলেও, তার জীবনে যাকোব এই সমস্ত প্রতিমাকে পুষে রেখেছে। কিন্তু আমাদের ঈশ্বর স্বগৌরব সংরক্ষনে উদ্যোগী ঈশ্বর, তিনি দয়াপূর্ণ ঈর্ষার অধিকারী (যাত্রা ২০:৫)। তিনি তাঁর পাশাপাশি যাকোবের জীবনে এমন প্রতিমাদের উপস্থিতিকে বরদাস্ত করেন না। তিনি যাকোবের স পূর্ণ হৃদয়ের অধিকার আকাঙ্ক্ষা করেন। তাই তিনি যাকোবকে তার দুই প্রতিমা থেকে পৃথক করতে চলেছেন, যেন যাকোব তার জীবনে প্রতিমাদের থেকে মুক্ত হয়, এবং কেবল ঈশ্বর যেন তার হৃদয়ের স পূর্ণ অধিকার ভোগ করেন।

এই কথা আমার ও আপনার প্রতি একইভাবে প্রযোজ্য। আমরা যে সমস্ত বিষয় বা ব্যক্তিকে আমাদের জীবনের থেকেও বেশি ভলোবাসি, যাদেরকে এতখানি আঁকড়ে ধরে আছি যে, মনে হয়, তাদের ছাড়া আমাদের জীবনের কোনও অর্থ নেই, কোনও মূল্য নেই; সেগুলি হল আমাদের জীবনের বিভিন্ন প্রতিমা। আমাদের প্রেমময় ঈশ্বর আমাদের হাত থেকে প্রথমে তাদের পৃথক করতে চান, ও পরে তাদের পরিশুদ্ধ করে, প্রাচূর্যপূর্ণ করে, উন্নত করে পুনরায় আমাদের হাতে ফেরত দিতে চান। এখন, আমরা যদি শক্ত করে আমাদের মুষ্ঠি ধরে থাকি, তাদের হাতছাড়া করতে অস্বীকার করি, তাহলে আমরা সেই আশীর্বাদ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করব। কিন্তু সার্বভৌম ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহে আমাদের পরিচালনা দিয়ে থাকেন। আসুন, তাঁর ইচ্ছার কাছে নিজেদের সমর্পণ করি; তাঁর পরিচালনায় আমাদের জীবনের বিভিন্ন প্রতিমা থেকে নিজেদের মুক্ত করি; আমাদের হৃদয়ের উপর তাঁর একমাত্র অধিকার স্বীকার করি। যাকোবের জীবনে যোষেফ ও বিন্যামীন যেমন প্রতিমা ছিল, আমার ও আপনার জীবনে প্রতিমাগুলি কী কী? তাদের চিনে নিতে ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করুন। আর যখন তাদের চিনে নিই, ও তিনি আমাদের তাদের থেকে পৃথক হতে বলেন, তখন কেবল তাঁতে আস্থা রেখে, তাঁর শক্তিতে আসুন আমরা এগিয়ে চলি। মনে রাখব, কেবল কাঠ-মাটি-পাথর দিয়ে তৈরী প্রতিমাপূজা থেকে দূরে থাকা নয়, আমাদের হৃদয়ে যে সমস্ত বিষয় ও ব্যক্তি আঁকড়া গেড়েছে, যাদের ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না, তারাও হল সেই সমস্ত প্রতিমা, যাদের থেকে আমাদের পৃথক হতে হবে, যাদের কাছে প্রণিপাত করা থেকে আমাদের বিরত হতে হবে। আসুন, আমাদের জীবনের বিভিন্ন প্রতিমা থেকে মুক্ত হতে তাঁর শক্তি কামনা করে, তাঁর কাছে আমরা প্রার্থনা করি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com